মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

আলোচ্য বিষয়- ভারতীয় দর্শনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

B.A. Honours
1ST Year (Hons.)

Tufan Ali Sheikh
Asst. Prof. of Philosophy

ভারতীয় দর্শন ভারতীয় ধ্যান-ধারণার ধারক ও বাহক। দর্শনচিন্তা দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান- ধারণা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা প্রণালীকেও প্রভাবিত করে। বিরাট মহীরুহের মতো ভারতীয় দর্শন বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় সম্প্রসারিত হলেও ওইসব শাখা-প্রশাখার মধ্যে একটা ঐকতান লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ ভারতীয় চিন্তাধারার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সকল শাখাতেই কম-বেশি লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য যে ভারতীয় চিন্তাধারায় চার্বাক এক বিশেষ ব্যতিক্রম, ভারতীয় চিন্তার মূল সুরটি চার্বাক দর্শনে প্রতিফলিত হয়নি। চার্বাক ব্যতীত ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ :

(ক) তত্ত্ব ও ব্যবহার (Theory and practice):

ভারতীয় দর্শনের সকল শাখাই তাত্ত্বিক (THEORETICAL) ও ব্যাবহারিক (PRACTICAL) উভয় দিকের প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়েছে। এখানেই পাশ্চাত্যদর্শনের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের প্রধান পার্থক্য। পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞান দার্শনিকের জীবনচর্যাকে তেমন প্রভাবিত করে না, সেখানে তত্ত্বকে জানাই হচ্ছে দার্শনিকের অভীষ্ট। ভারতীয় দর্শন কেবল সত্যের অনুসন্ধান নয়, জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠাও। দর্শন শুধু তত্ত্বচর্চা নয়, জীবনচর্যাও। যে তত্ত্বর্চচার সঙ্গে জীবনচর্যার কোনো যোগ নেই, ভারতীয় দর্শনে তা অসার ও নিষ্ফলরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে।

(খ) আধ্যাত্মিক অশান্তিবোধ বা দুঃখবোধ (Spiritual disquict or pessimistic outlook):

ভারতীয় দর্শন-জিজ্ঞাসার উৎসমূল হচ্ছে জীবন সম্বন্ধে এক গভীর অতৃপ্তিবোধ বা দুঃখবোধ। জীব-জগৎকে দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু জর্জরিত দেখে ভারতীয় ঋষিরা ব্যথিত হয়েছেন এবং জীবের দুঃখ-মুক্তির জন্যই তাঁরা তত্ত্বচিন্তায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই দুঃখবোধ জৈন, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে কমবেশি প্রকাশ পেলেও বৌদ্ধদর্শনে দুঃখময় জীবনের আলোচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জীবনকে দুঃখময় বললেও ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদকে (PESSIMISM) প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি বা প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। ভারতীয় দর্শনে জীবনকে দুঃখময় বলা হলেও দুঃখমুক্তির উল্লেখও করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ তাই চূড়ান্ত নয়; দুঃখমুক্তির পথনির্দেশ করে ভারতীয় দর্শন অন্তিমে আশাবাদকেই (Optimism) প্রতিষ্ঠা করেছে।

(গ) শাশ্বত নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস (Belief in an eternal moral order):

চার্বাক ব্যতীত ভারতীয় সকল দর্শন-সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করে যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ এক অমোঘ নৈতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এই বিশ্বাসের জন্যই ভারতীয় দর্শনে অধ্যাত্মবাদ (SPIRITUALISM) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জগতের উৎপত্তি ও গতির মূলে হচ্ছে এক শাশ্বত নৈতিক শক্তি। ঋগ্বেদে এই অলঙ্ঘনীয় নৈতিক শক্তি বা নিয়মকে 'ঋত' নামে, মীমাংসা দর্শনে 'অপূর্ব' নামে, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 'অদৃষ্ট' নামে এবং সাধারণভাবে 'কর্মনীতি' (LAW OF KARMA) নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।এই অমোঘ নৈতিক নিয়মকে দেবতারাও অমান্য করতে পারেন না। শাশ্বত ও অমোঘ নৈতিক নিয়মে এপ্রকার বিশ্বাসই ভারতীয় দর্শনকে আশাবাদী (Optimist) করে তুলেছে।

(ঘ) কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস (Belief in the Law of Karma and Rebirth):

ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়ের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস। কর্মবাদ একপ্রকার নৈতিক কার্যকারণবাদ। বাহাজগতের কার্য-কারণ নিয়মকে নৈতিক জগতে প্রয়োগ করে তাকেই 'কর্মনীতি' (LAW OF KARMA) বলা হয়েছে। কর্মবাদের সার কথা হল-জীবনে সুখদুঃখ ভোগ কর্মেরই ফল। কর্ম কারণ, সুখ-দুঃখভোগ কার্যফল। কর্ম করলে তদনুসারে ফল পেতেই হবে-ভাল কাজের ভাল ফল, মন্দ কাজের মন্দ ফল। ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা-ব্যর্থতা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে ভারতীয় দর্শনে কর্মনীতির দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে, ভারতীয় দর্শনে কর্মনীতি কেবল সকামকর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, নিষ্কামকর্মের ক্ষেত্রে নয়।

(ঙ) অবিদ্যা হল বন্ধন ও দুঃখের মূল হেতু (Ignorance is the root cause of bondage and suffering):

ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়ই বলেন যে, অজ্ঞান বা অবিদ্যাই হচ্ছে বন্ধন তথা দুঃখ- কষ্টের মূল কারণ। 'বন্ধন' বলতে বোঝায় জীবের পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ। তত্ত্বজ্ঞানে অবিদ্যার বিনাশ হয়, কর্মবন্ধন তিরোহিত হয় এবং পুনর্জন্ম রোধ হয়। তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে আত্মজ্ঞান, আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান। আত্মজ্ঞানী সকল প্রকার সংসার-দুঃখকে জয় করে মুক্ত পুরুষের ন্যায় বিচরণ করেন। আত্যন্তিক দুঃখমুক্তি আবার দুপ্রকার হতে পারে- জীবন্মুক্তি বা এই জীবনেই মুক্তি ও বিদেহমুক্তি বা দেহান্তে মুক্তি। জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য-যোগ ও অদ্বৈত বেদান্তমতে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সাধক এই জীবনেই মুক্তিলাভ করতে পারেন; অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতে, মুক্তি কেবল মৃত্যুর পরেই সম্ভব।

(চ) সত্যকে নিরন্তর ধ্যান (Constant meditation on truth):

সব ভারতীয় দর্শনে একথা বলা হয়েছে যে, কেবল সত্যজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান মুক্তিলাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সত্যকে নিরন্তর ধ্যানের বস্তুও করার প্রয়োজন। সত্যজ্ঞান দৃঢ়মূল না হলে মুক্তিলাভ হয় না এবং সত্যজ্ঞানকে দৃঢ়মূল করতে হলে ধ্যান আবশ্যক। এজন্য প্রত্যেকটি ভারতীয় দর্শনে সত্যসাধন-পদ্ধতি নির্দেশিত হয়েছে। সত্যের প্রতি ধ্যানস্থ হতে গেলে বাহ্যজগতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়যোগ ছিন্ন করে মনকে অন্তস্থ করতে হয়। ধ্যান, ধারণা, সমাধি, যোগ প্রভৃতি সত্যসাধন-পদ্ধতির অন্তর্গত। ভারতীয় সকল দর্শনেই একথা বলা হয়েছে যে, বদ্ধমূল ভ্রান্তধারণাসমূহকে উৎপাটিত ক'রে সত্যের প্রতি মনকে একাগ্রচিত্তে নিবিষ্ট করতে না পারলে বন্ধনমুক্তি সম্ভব হয় না।

(ছ) আত্মসংযম (Self-control):

সম্যক জ্ঞানের জন্য ভারতীয় সব দর্শনেই আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। সত্যজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের জন্য সংযম বা নৈতিক শুচিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। 'সংযম' বলতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারকে রুদ্ধ করা বোঝায় না; সংযম হচ্ছে, জৈব প্রবৃত্তিকে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করে সৎপথে জীবন যাপন করা।

(জ) মোক্ষ বা মুক্তি পরমপুরুষার্থ (Liberation is the highest end of life):

ভারতীয় দর্শনের অপর একটি প্রধান বৈশিষ্ট হল – সকল ভারতীয় দর্শনে চতুর্বর্গ পুরুষার্থের (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ (যাকে লাভ করার পর আত্মার আর কিছুই কামনার থাকে না) বলা হয়েছে। মোক্ষ বা মুক্তি হচ্ছে জীবের আত্যন্তিক দুঃখমুক্তি। অনেকে আবার মুক্তিকে এক আনন্দময় অবস্থা বলেও বর্ণনা করেছেন। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য- যোগ ও অদ্বৈত বেদান্তমতে এই জীবনেই মুক্তিলাভ সম্ভব (জীবন্মুক্তি)। ন্যায়-বৈশেষিক, বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্তী বিদেহমুক্তির কথা বলেন, অর্থাৎ, এঁদের মতে দেহের মৃত্যুর পূর্বে আত্মার চিরমুক্তি সম্ভব নয়।

ধন্যবাদ